সমকাল

তারিখ 01 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভালুকায় স্কুলশিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ভালুকা উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের ডুমনীঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কোহিনুর আক্তারের বিরুদ্ধে স্লিপের (স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান) টাকা আত্মসাৎসহ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে ওই স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উপজেলা ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগে জানা গেছে, ডুমনীঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কোহিনুর আক্তার বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালনকালে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্লিপের ৬০ হাজার টাকা তার স্বামী বিদ্যালয় পরিচালনা ও স্লিপ কমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনিরের যোগসাজশে নিজের ইচ্ছামাফিক প্রকল্প দেখিয়ে আত্মসাৎ করেন। পরে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ার ৫দিন আগেই তিনি মাতৃত্বলাভ করেন। কিন্তু মাতৃত্বলাভ করার দিন থেকে শুরু করে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই দিন সরকারি ছুটি ছাড়া বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় তার স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিদ্যালয়ে হাজির না থেকেও তিনদিন তিনি হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন। কোহিনুর আক্তার মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাবস্থায় ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন জাহানারা আক্তার। ওই সময় কোহিনুর আক্তারের দুর্নীতির বিষয়টি তার নজরে আসে। পরবর্তীতে কোহিনুর আক্তার তার দুর্নীতি ও অনিয়ম ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে আবারও বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। ওইসব ঘটনায় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জাহান্যারা আক্তার বাদী হয়ে ভালুকার ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযুক্ত শিক্ষিকা কোহিনুর আক্তার জানান, নিয়ম মাফিক স্লিপ কমিটির মাধ্যমে তিনি দুই অর্থবছরে প্রাপ্ত সমুদয় টাকার কাজ করিয়েছেন। তবে, ওইসব কাজের কোনো ভাউচার তিনি দেখাতে পারেননি।

তার দাবি, কাজের ভাউচারগুলো স্কুলে রক্ষিত ছিল। তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাবস্থায় বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা জাহানারা আক্তার তাকে ফাঁসানোর জন্য ভাউচারগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। মাতৃত্বকালীন ছুটি শুরু হওয়ার আগেই মাতৃত্ব লাভের দিন, পরের দিন ও আরও একদিন হাজিরা খাতায় তার স্বাক্ষরের বিষয়ে তিনি জানান, বিদ্যালয়ে না গিয়ে তিনি তিনদিন বদলি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস করিয়েছেন। সে জন্যই ওই তিন দিন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুজ্জামান জানান, বদলি শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। তদন্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউএনও মো. কামরুল আহসান তালুকদার জানান, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।